সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৩৬
WEEKLY BOOKLET: 236

বনের রাজা

- সিংহকে কান ধরে চেপে ধরলেন
- মানুষের চেহারা বিশিষ্ট সিংহ
- সিংহ গর্জন করার সময় কি বলে?
- দুশমনে রাসূলকে সিংহ ছিন্নভিন্ন করে দিলো

Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বনের রাজা

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি **"বনের রাজা"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে কেবল তোমার ভয় দান করো এবং তার উপর স্থায়ীভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হয় তার উচিত আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা কেননা আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করাটা হলো বিপদাপদ দূরীভূতকারী। (আল কওলুল বদী, ৪১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিংহকে কান ধরে চেপে ধরলেন

সাহাবীর ছেলে সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সফরের সময় এমন কিছু লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যারা এক স্থানে কোন কারণে দাঁড়িয়ে

www.dawateislami.net

ছিলেন। তিনি তাদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা বললেন: রাস্তায় একটি সিংহ আমাদেরকে আতঙ্কিত করে রেখেছে। এটা শুনতেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বাহন থেকে নিচে তাশরিফ নিয়ে আসলেন এবং সিংহের কান ধরে রাস্তায় থেকে তাড়িয়ে দিতে গিয়ে বললেন: **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তোমার সম্পর্কে ঠিক ইরশাদ করেছেন: "নিংসন্দেহে আদম সন্তানের উপর তাকেই আরোপিত করা হয়, যেটাকে আদম সন্তান ভয় পায় আর আদম সন্তানকে তারই কাছে সোপর্দ করে দেওয়া হয়, যার কাছ থেকে সে (কিছু পাবার) আশা করে, যদি সে **আল্লাহ পাক** ব্যতিত কারো কাছ থেকে আশা না রাখে, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে কারো কাছে সোপর্দ করেন না।" **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৩১/১৭১, নং: ৩৪২১, হাদীস: ৬৪৯৮)**

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষাম হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

শের কা খতরা কিয়া শের খুদ কাঁপ উঠা! সামনে জব নবী কা গোলাম আ গিয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের ভয় অনেক বড় নেয়ামত যার এই নেয়ামত অর্জন হয়ে গেলো, **আল্লাহ পাকের** রহমতে তার তরী পার হয়ে যাবে। যার অন্তরে

www.dawateislami.net

কেবল **আল্লাহ পাকের** ভয় থাকে তবে তাকে দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিস ভয় করে। আমরা দূর্বল ও নগন্য তাই সিংহের নাম শুনেও ভয় পেয়ে যায়। হায়! খোদাভীরুদের সদকায় আমাদেরও খোদাভীরুতার কোন একটি বিন্দু একনিষ্টতার সাথে অর্জিত হয়ে যেতো।

খোদায়া তেরে খওফ কা হোঁ মে সায়িল,
সদা দিল রেহে তেরী উলফত মে গায়েল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিংহের ৫০০টি নাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন ঘটনাতে আপনারা ভয়ঙ্কর প্রাণী সম্পর্কে পড়লেন, এমন ভয়ঙ্কর প্রাণী যাকে বনের রাজা বলা হয়। এ পুস্তিকাতে **আল্লাহ পাকের** এই সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় **আল্লাহ পাকের** খুদরতের বিভিন্ন রহস্য সম্পর্কে তথ্যাবলী পেশ করা হয়েছে, সম্পূর্ণ পুস্তিকা পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله দ্বীনি ও দুনিয়াবী জ্ঞানের পরিধি সমৃদ্ধ হবে। সিংহ প্রাণীদের মাঝে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রাণী, ফার্সি ভাষায় শের বলা হয়, আরবী ভাষায় এর তিনটি প্রসিদ্ধ নাম রয়েছে। (১) লাইছ (২) আসাদ ও (৩) গাযানফার। তবে আরব বাসীদের একটি উক্তি অনুযায়ী ১৫০টি আর অন্য

www.dawateislami.net

একটি উক্তি অনুযায়ী সিংহের জন্য ৫০০টি শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। (আল মুযহার ফিল লুগাত, ১ম অংশ, ১/২৫৬,২৫৭) উর্দুতে "শের" আর ইংরেজী ভাষায় **(Lion)** বলা হয়।

মানুষের চেহারা বিশিষ্ট সিংহ

অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে সিংহের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কারণ বন্যপ্রাণীদের মধ্যে সিংহের উদাহরণ তার সাহসিকতা, নিষ্ঠুরতা, পাষাণ হৃদয় ইত্যাদির কারণে এক প্রভাব-প্রতিপত্তিময় রাজার মতো। এই জন্য সাহস, সাহসীকতা ও বীরত্বে সিংহের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। সিংহের কয়েকটি প্রকার রয়েছে; "হায়াতুল হাইওয়ান" কিতাবের মধ্যে রয়েছে: সিংহের একটি অনন্য প্রকার দেখা গিয়েছে যেটার রঙ লাল ছিলো, সেটার চেহারা মানুষের চেহরার ন্যায় আর সেটার লেজ বাচ্চাদের লেজের মতো ছিলো। সিংহের এ প্রকারকে আরবী ভাষাতে "اَلْوَرْدُ" অর্থাৎ গোলাপী রঙের সিংহ বলা হয়েছে। (হায়াতুল হাইওয়ান, ১/১০)

সিংহের বৈশিষ্ট্য

সিংহের গুণাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে: সিংহ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতা সহকারে কাজ সম্পন্ন করে।

www.dawateislami.net

তার পানির প্রয়োজন কম হয়ে থাকে আর সে অন্য চতুষ্পদ জন্তুর শিকার (অর্থাৎ উচ্চিষ্ট) ভক্ষণ করে না। যদি শিকার কৃত পশু খেতে গিয়ে সিংহের পেট ভরে যায় তাহলে অবশিষ্ট অংশ সেখানে রেখে দেয় আর দ্বিতীয়বার যেটা থেকে আহার করে না। সিংহ ক্ষুধার্ত অবস্থায় খিটখিটে স্বভাবের হয়ে যায় কিন্তু যখন পেট ভরে যায় তখন অলস হয়ে যায়। সিংহ অন্য প্রাণীদের বিশেষ করে কুকুরের উচ্ছিষ্ট পানি কখনো পান করে না। (হায়াতুল হাইওয়ান, ১/১০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিংহের এসব বিষয়ের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে কারণ সিংহ বন্যপ্রাণী হয়েও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে কাজ সম্পন্ন করে কিন্তু অজ্ঞ মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় না জানি কি কি করে বসে, হারাম খাবার, ঘুষের লেনদেন, চুরি ডাকাতি করা বরং হত্যা কান্ডের পেছনেও অনেক সময় ক্ষুধা অন্যতম ভূমিকা রাখে। এমন অজ্ঞ যারা নিজের ক্ষুধা নিবারনের জন্য গুনাহের চোরাবালিতে গিয়ে পতিত হয়, তাদের বন্য প্রাণী সিংহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ধৈর্য সহকারে কাজ সম্পন্ন করে। আর যখন সিংহের পেট ভরে যায় তখন সে তার শিকারকে ছেড়ে দেয় কিন্তু এমন পেটুক ব্যক্তিকে কি করা যায়, যার পেট তো ভরে যায় কিন্তু অন্তর ভরে না,

www.dawateislami.net

নফসে আম্মারার অনুগত্যের এমন স্পৃহা থাকে যে, যে ব্যক্তি খেতে দেয় তার উপর চড়ে যায়, এর মোতাবেক সে খেতেই থাকে। কেউ কতই সুন্দর না বলেছে:

বড়ে মুযী কো মারা নফে আম্মারা কো গর মারা,
নাহনাগ ও আছদাহা ওয়া শেরে নর মারা তো কিয়া মারা।

শব্দের অর্থ: মওযী: কষ্টদায়ক। নাহনাগ: কুমীর। আছদাহা: বড় সাপ।

সারাংশ: যদি কেউ কুমীর, অনেক বড় সাপ এবং সিংহকেও মেরেছে তো কি বাহাদুরী করে ফেললো, বাহাদুরী তো তখন রয়েছে যখন **আল্লাহ পাকের** নাফরমানকারী নফসে আম্মারার উপর বিজয় লাভ করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিলো।

নফস ওয়া শয়তান পর মুজে গালবা আতা কর ইয়া খোদা,
উস আলা কা ওয়াসেতা দেতাহো জু হে তেরা শের।

আল্লাহ পাকের সিংহ

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইয়ত! সিংহ সাহসের নিদের্শন। বাহাদুরকে লোকেরা সাধারণত "সিংহ" বলে দেয়, ইমাম নাজমুদ্দীন গায্যী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** আপন **প্রিয় ও আখেরী নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সিংহের সাথে তুলনা দিয়েছেন, যদি সেটা উচ্চ পর্যায়ের প্রশংসা মূলক

www.dawateislami.net

বাক্য না হতো, তবে **আল্লাহ পাক** নিজের প্রিয় হাবীবকে সিংহের সাথে তুলনা দিতেন না, যেমনটি ২৯তম পারার সূরা মাদ্দাসিসর এর ৪৯ থেকে ৫১ তে ইরশাদ করেন

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿۴۹﴾ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿۵۰﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿۵۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সুতরাং তাদের কি হলো, উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? যেন তার ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ- যা বাঘ থেকে পলায়ন করেছে। (হুসনুত তানাবুহ, ১১/৪৫৬)

এই আয়াতের তাফসিরে রয়েছে: মুশরিকরা অজ্ঞতা ও মূর্খতায় গাধার মতো, কারণ যেভাবে গাধা সিংহকে দেখে ভীতি সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায় সেভাবে ঐসব লোক **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কুরআনের তিলাওয়াত শুনে পালায়ন করে। (খাযিন, আল মুদ্দাসিসর, আয়াতের ব্যাখা: ৪৯-৫১, ৪/৩৩২)

বিগড়ী নাও কোন সানবা লে হায়ে বানুর ছে কোন নিকা লে
হ্যাঁ হ্যাঁ যুর ওয়া তাকাত ওয়া লে তুম পর লাখো সালাম
তুম পর লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সকল সাহাবীই হলেন সিংহ

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! সকল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শক্তি ও সাহসীকতায় সিংহ, ৭ম হিজরীতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সম্পর্কে একটি কিতাব লিখা হয়েছে যার নাম আসাদুল গাবা অর্থাৎ বনের সিংহ। কতিপয় হাদীসে মোবারকাতে নাম নিয়ে কতিপয় সাহাবায়ে কিরামগণকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সিংহের ন্যায় বলা হয়েছে যেমনকি বাহাদুরীর সরদার, খায়বার বিজয়ী, হযরত মাউলায়ে কায়েনাত, মাওলা মুশকিল কোশা, আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে মুসলমানের ছোট বাচ্চারাও **আল্লাহ পাকের** সিংহ বলে থাকে। দুনিয়াবী সিংহ হওয়া সম্মানের বিষয় নয় তবে **আল্লাহ পাকের** সিংহ হওয়া অবশ্যই গর্ব করার মতো বিষয়। মুসলমানের চতুর্থ খলিফা যুলফিকার তরবারীর মালিক, হায়দারে কররার হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর প্রসিদ্ধ উপাধি হলো; আসাদুল্লাহ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** সিংহ। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর উক্তি হলো:

اَنَا الَّذِیْ سَمَّتْنِیْ اُمِّیْ حَیْدَرَہ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْه الْمَنْظَرَہ

(মুসলিম, ৭৭৫, হাদীস: ৪৬৭৮)

(অর্থাৎ আমি হলাম সেই সন্তান, আমার মা আমার নাম হায়দার (অর্থাৎ সিংহ) রেখেছেন। আমি নিম্নভূমিতে

www.dawateislami.net

বিচরণ করে এমন স্থানের সিংহের মতো প্রভাব প্রতিপত্তি পূর্ণ সিংহের মতো অসাধারণ)

শের শামশের যন শাহ খায়বারে শাকন,
পর তুবি দসত খুদরত পে লাখো সালাম।

শব্দের অর্থ: শামশের যন: তরবারী চালাতে পারদর্শী, শাহ: বাদশা, খায়বারে শাকন: খায়বারের কিল্লাকে ধ্বংস কারী। পর তুবি: ছায়া। কালামে রযা: ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুসলমানের চতুর্থ খলিফা, শেরে খোদা মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **আল্লাহ পাকের** এমন সিংহ, যা তরবারী চালাতে অনেক পারদর্শী, তিনি সেই রাজা যারা খায়বারে কিল্লাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন কুদরতের হাতের এমন প্রতিচ্ছবির প্রতি লাখো সালাম। অন্য কেউ কি সুন্দর বলেছে:

শাহে মরদা, শেরযাদা, কুওয়াতে পরওয়ার দিগার,
লাফাতা ইল্লা আলী লা সাইফা ইল্লা যুল ফিকার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সপ্তম আসমানের উপর লিখা রয়েছে

আমার **প্রিয় আখেরী নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রিয় চাচা হযরত হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: يَاحَمْزَةُ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللهِ وَأَسَدَ اللهِ وأَسَدَ رَسُوْلِه অর্থাৎ হে হামযা! হে রাসূলের চাচা! **আল্লাহ পাক** ও তাঁর রাসূলের সিংহ! (শরহে যুরকানী আলীউল মাওয়াহিব, ৪/৪৭০) **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! সপ্তম আসমানের উপর লিখা রয়েছে যে, হযরত হামযা **আল্লাহ পাক** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিংহ। (মুস্তাদরাক, ৪/২০৪, হাদীস: ৪৯৫০)

উনকে আগে ওহ হামযা কি জানবাযইয়া,
শের গুররান সাতওয়াত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িখে বখশিশ, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

শব্দের অর্থ: শের গুররান: হুংকার প্রদানকারী সিংহ। সাতওয়াত: শান ও মর্যাদা।

কালামে রেযার ব্যখ্যা: হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে সাহস ও বীরত্বের সাথে প্রাণ উৎসর্গ করার দৃশ্য সিংহের ন্যায় উপস্থাপনকারী রাসূলের চাচা হযরত হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রতি লাখো সালাম।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে: মুসলমানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে বলেন: তিনি **আল্লাহ পাকের** সিংহের মধ্যে একজন সিংহ। (মুসলিম, ৭৪৫, হাদীস: ৪৫৬৮)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষাম হোক।

ওহ খোদা কে শের হে, ওহ মুস্তফা কা শের হে,
হাম সগে গাউস ও রযা হে, হাম সগে আজমীর হে।

সিংহকে ভয় লাগেনা

হে আশিকানে আউলিয়া! আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদেরও কি মর্যাদা হয়ে থাকে যেমনটি মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আমর বিন উতবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর গোলাম বর্ণনা করেন: এক প্রচন্ড গরমের দিনে জাগ্রত হলাম তখন আমরা হযরত আমর বিন উতবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে না পেয়ে তালাশ করতে আরম্ভ করলাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে একটি পাহাড়ের উপর নামায পড়তে দেখা গেলো, আমরা দেখলাম: একটি মেঘখন্ড তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর উপর ছায়া দিয়েছে। যখন আমরা শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য যেতাম তখন তাঁর অধিক নামাযের কারণে আমরা রাতে পাহারা দিতাম না। এক রাতে আমরা সিংহকে গর্জন করার আওয়াজ শুনলাম তখন পালিয়ে গেলাম কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিজের জায়গায় নামাযেই মশগুল থাকলেন পরে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি সিংহকে ভয় পাননি?" তিনি বললেন:

www.dawateislami.net

আমার এ বিষয়ে লজ্জাবোধ হলো যে আমি **আল্লাহ পাক** ব্যতিত অন্য কাউকে ভয় করবো। **(হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৪/১৭২, নং ৫১৫)**

সিংহ গর্জন করার সময় কি বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিংহ থাকার স্থানকে কাচার ও সিংহের কথাকে গর্জন বলে। আপনারা কি জানেন যে, সিংহ যখন গর্জন করে তখন কি বলে?' **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **গায়েবী খবর প্রদানকারী নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জানো সিংহ গর্জন করার সময় কি বলে? সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বললেন: **আল্লাহ পাক** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেশি ভালো জানেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সিংহ বলে; হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে কোন নেককার লোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে সুরক্ষিত রাখো।

(ফেরদৌসুল আখবার, ১/২৯৭, হাদীস: ২১৫৫)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর এই প্রকৃত অর্থও এরকম হওয়ার সম্ভবনা রাখে যে, সিংহ আসলেই তার গর্জনে **আল্লাহ পাকের** নিকট এই দোয়া করে থাকে। এই মহান বাণীর অর্থ এটাও হতে পারে

www.dawateislami.net

যে, সিংহের স্বভাবের মধ্যে নেক লোকদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদেরকে কষ্ট না দেওয়াটা প্রদান করা হয়েছে।

(ফয়যুল কদির, ৩/৩১৪)

তোমার রিযিক অন্য কোথাও তালাশ করো!

হযরত হাম্মাদ বিন জাফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: আমাকে আমার সম্মানিত পিতা বলেছেন: আমরা একটা সৈন্যবাহিনীর সাথে বের হলাম হযরত সিলাহ বিন আশইয়াম আদবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাদের সাথে ছিলেন। তার অভ্যাস ছিলো, রাত হতেই লোকদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। আমি বললাম: "লোকদের মধ্যে তার ইবাদত প্রসিদ্ধ, দেখা যাক আসলে তিনি কি আমল করেন। অতএব হযরত সিলাহ বিন আশইয়াম আদবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ইশার নামায আদায় করে শুয়ে গেলেন যখন সবাই ঘুমিয়ে গেলেন তখন তিনি উঠলেন আর আমার পাশ দিয়ে একটি ঝোপের দিকে চলে গেলেন, আমিও তাঁর পেছনে গেলাম, তিনি অযু করলেন ও নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, যখনই তিনি নামায আরম্ভ করলেন তখন হঠাৎ একটি সিংহ তার নিকট এসে গেলো, আমি গাছের উপর উঠে গেলাম যেনো দেখি যে তিনি সিংহ থেকে পলায়ন করছেন কিনা, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নামাযে মশগুল

www.dawateislami.net

ছিলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন তখন আমি মনে মনে বললাম: এখনই সিংহ আক্রমন করে দিবে কিন্তু কিছুই করলো না। তিনি নামায পরিপূর্ণ করলেন আর সিংহকে বললেন: হে চতুষ্পদ জন্তু! অন্য কোন স্থানে গিয়ে তোমার রিযিক তালাশ করো। এটা শুনে সিংহ গর্জন করে সেখান থেকে চলে গেলো। তিনি সকাল পর্যন্ত নামাযে মশগুল ছিলেন। নামাযের পর তিনি বসে গেলেন। আর এভাবে তিনি **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা বর্ণনা করলেন যে, তার মতো প্রশংসা আমি কখনো শুনিনি। অতঃপর তিন দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ** পাক! আমি তোমার দরবারে দোয়া করছি যে আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও, আমার মতো ব্যক্তির কি সাহস হতে পারে যে তোমার কাছে জান্নাত চাইবো? অতঃপর পূনরাই ফিরে আসলেন আর সকালে অবস্থা এমন ছিলো যেমন তিনি সারারাত আমার পাশে শুয়ে ছিলেন আর শুয়ে শুয়ে রাত আতিবাহিত করেছেন আর সারারাত জাগ্রত থাকার কারণে সকালে আমার যে অবস্থা হয়েছিলো সেটা **আল্লাহ** পাকই জানেন। **(আয হিদলাবিন মোবারক, হাদীস: ৮৬৩, ২৯৫)**

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

মানিন্দে শাম'আ তেরী তরফ লো লাগী রেহে,
দে লুতফ মেরি জান কো সুয ও গাদায কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হারামের ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হিলইয়াতুল আউলিয়া: সিংহ কেবল তাকেই ভক্ষণ করে যে হারামের নিকট যায়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/ ৯৯, নং: ৭৯৫০)

আরেফ বিল্লাহ হযরত আল্লামা দমেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: সিংহের গুণাবলীর মধ্যে এটাও একটা গুণ রয়েছে: সে চিবানো ব্যতিত নিজের সামনের দাঁত দ্বারা আঁচড়ে আঁচড়ে শিকার কৃত পশু ভক্ষণ করে। সিংহের থুথু কম হয়ে থাকে। এই কারণে সিংহের মুখ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নোংরা হয়ে থাকে। সিংহের গুণের মধ্যে এটাও রয়েছে: সেই সাহসী ও বীরত্ব সম্পন্ন হয়ে থাকে কিন্তু সেই গুণের সাথে সাথে তার মধ্যে কাপুরুষতা ও সাহসীকতার অভাবও বিদ্যমান রয়েছে। মুরগির আওয়াজ শুনে সিংহ পেরেশান হয়ে যায়। বিড়ালের ভয়ংকর আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে যায়। আগুন জ্বলতে দেখলে আশ্চর্যের শিকার হয়ে যায়। সিংহের থাবা আনেক মজবুত হয়ে থাকে। সিংহ কোন চতুষ্পদ জন্তুর সাথে অন্তরঙ্গ হয় না কেননা সে কাউকে নিজের সমকক্ষ মনে করে না।

(হায়াতুল হাইওয়ান, ১/১১)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের শানের প্রতি কুরবান! বনের রাজা সিংহের মধ্যে খুদরতের কেমন রহস্য রাখলেন। এমন ভয়ঙ্কর জন্তু যাকে প্রায় সব প্রাণী ভয় করে কিন্তু সেই ছোট্ট প্রাণী মুরগির আওয়াজও শুনে পেরেশান হয়ে যায় আর বিড়ালের আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে যায়। বরং আগুন দেখেও পেরেশান হয়ে যায়।

যমিনের মধ্যে সর্বপ্রথম সিংহের জ্বর হয়েছে

হযরত ওহাব বিন মুনাব্বী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: হযরত নুহ নজীউল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام কে প্রত্যেক সৃষ্টি থেকে দুই জোড়া নিজের কিশতীর উপর আরোহন করার আদেশ দেয়া হয় তখন তিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরজ করলেন: হে আমার প্রতিপালক! আমি সিংহ ও গাভী, নেকড়ে, এবং ছাগল, কবুতর এবং বিড়ালকে কিভাবে এক সাথে রাখবো? তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: তাদের মধ্যে ঘৃনা কে সৃষ্টি করেছে? তিনি عَلَیۡہِ السَّلَام আরজ করলেন: হে **আল্লাহ** পাক! তুমি। ইরশাদ করলেন: আমিই তাদের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করবো এই পর্যন্ত যে তারা একে অপরকে কষ্ট দিবে না।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৪৬, নং ৪৬৯৯)

www.dawateislami.net

বর্ণিত আছে; হযরত নুহ عَلَيْهِ السَّلَام যখন কিশতীতে সকল প্রাণীদেরকে এক জোড়া করে রাখলেন তখন উম্মতগণ আরজ করলেন: সিংহের সাথে আমরা কিভাবে নিরাপদে থাকতে পারি? তখন **আল্লাহ পাক** সিংহের মধ্যে জ্বর আরোপ করে দিলেন, যমিনে সর্ব প্রথম সেই সিংহ জ্বরে আক্রান্ত হলো সিংহের মাঝে সর্বদা জ্বর বিদ্যমান থাকে।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১/১৭৩, ১৭৩। হায়াতুল হাইওয়ান, ১১ পৃষ্ঠা)

বরকতময় যুগ

রাসূলের সাহাবী হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদিন আমাদের খুতবা দিলেন যেটার বেশিরভাগ বিষয় দজ্জাল, তার বের হওয়া, তার ফিতনা এবং সেই সময় সীমা সম্পর্কে ছিলো আর খুতবার মাঝে এটাও ইরশাদ করলেন: হযরত ঈসা বিন মরিয়ম عَلَيْهِ السَّلَام আমার উম্মতের মাঝে ন্যায় বিচারকারী ইমাম ও ন্যায় পরায়নকারী বিচারক হিসাবে প্রেরীত হবেন, লোকদের অন্তর থেকে পরস্পরের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ চলে যাবে, প্রত্যেক প্রকারের বিষাক্ত প্রাণীর বিষ শেষ হয়ে যাবে এমনকি যদি কোন বাচ্চা সাপের মুখে নিজের হাত ডুকিয়ে দেয় তবে তার কোন ক্ষতি হবে না আর যদি কোন বাচ্চা সিংহের কাছে যায় তবে সিংহ তাকে ক্ষতি করবে না।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/১১৫, নং ৪০০৯)

www.dawateislami.net

বেড় কো খফ না হো শের ছে জু তুম চাহো,
তুম জু চাহো তো বানে শের গনম কি সূরত।

(সামানে বখশিশ, ৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিংহ অসুস্থ হলে তখন কি করে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিংহ বৃদ্ধ হওয়ার একটি চিহ্ন হলো; তার বেশিরভাগ দাঁত পড়ে যায়। সুলতানুল আউলিয়া মাওলানা আবুন নূর বশির কৌটলুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যদি সিংহ অসুস্থ হয়ে যায়, তখন বানর ভক্ষণ করে ফলে সুস্থ হয়ে যায় আর যদি নিজে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যায় তখন নেকড়ের দল একত্রিত হয়ে তাকে মেরে ফেলে।

(আজায়িবুল হাইওয়ানাতি, ২০ পৃষ্ঠা)

দুশমনে রাসূলকে সিংহ ছিন্নভিন্ন করে দিলো

বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই আয়াতে মোবারকা (وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** ওই প্রিয় উজ্জ্বল নক্ষত্র মুহাম্মদের শপথ! যখন তিনি মিরাজ থেকে অবতরণ করেন) তিলাওয়াত করলেন: তখন উতবা বিন আবু লাহাব বললো: "আমি তারকার প্রতিপালককে অস্বীকার করি।" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উতবার বিরুদ্ধে দোয়া করলেন:

www.dawateislami.net

اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِّنْ كِلَابِكَ يَنْهَشُهٗ অর্থাৎ হে **আল্লাহ** পাক! তার উপর তোমার কুকুরের মধ্যে হতে একটি কুকুর নিযুক্ত করে দাও যেটা তাকে আঁচড়ে গ্রাস করবে।" সুতরাং উতবা নিজের সঙ্গীদের সাথে সিরিয়ার দিকে বের হয়, যরকা নামক স্থানে পৌঁছলো তখন সিংহের আওয়াজ শুনলো, উতবা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। লোকেরা বললো: তুমি কেন কাঁপছো?" অথচ! আমরাতো সাবাই এক সাথে রয়েছি। উতবা বলতে লাগলো: "**মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার বিরুদ্ধে দোয়া করলেন আর **আল্লাহ পাকের** শপথ! **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে সত্যবাদী কারো উপর আসমান ছায়া ফেলেনি।" অতঃপর তারা রাতের খাবার খেলো কিন্তু উতবা খাবারে হাতও স্পর্শ করেনি। খাবারের পর ঘুমানোর সময় হলো তখন কাফেলার সবাই চতুর্দিক থেকে নিজের আসবাব পত্র রাখলো আর উতবাকে নিজেদের মাঝে রেখে শুয়ে গেলো। ইতিমধ্যে একটি সিংহ হালকাভাবে পায়ে চলতে চলতে আসলো আর এক একজনের গন্ধ নিতে লাগলো শেষ পর্যন্ত উতবার কাছে পৌঁছলো আর তাকে খুব জোরে থাবা মেরে হত্যা করলো। উতবা নিজের শেষ নিঃশ্বাসে বলছিলো: আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম না, **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদের মাঝে সবচেয়ে অধিক সত্যবাদী।

(আল মুসতাতরিফ, ২/১৭৮। সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, ৫/৩৪৬, হাদীস: ১০০৫২)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা দামিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কতিপয় বর্ণনা রয়েছে: সিংহ উতবাকে বিদীর্ণ করে তাকে টুকরো টুকরো করে দিলো। এটা বলে মৃত্যু বরণ করলো: সিংহ আমাকে হত্যা করে দিলো। এরপর লোকেরা সেটা অনেক তালাশ করলো কিন্তু কোথাও পেলো না। (হাইয়াতুল হাইওয়ান, ১/১২)

জু কোয়ী গুসতাখা হে ছরকার কা,
ওহ হামেশা কে লিয়ে" ফিননার" হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাতের বেলা চমকায় এমন চোখ সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত আছে: রাতে চারটি প্রাণীর চোখ চমকায়: সিংহ, চিতা, বিড়াল ও বিষাক্ত নাগিন। (আল মুসতাতরিফ, ২/২৭৭) সিংহ হারাম প্রাণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যদি চিতা কিংবা সিংহের চর্বি ভক্ষণ করে তবে অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি হয় কেননা এগুলো হিংস্র জন্তু আর হিংস্র জন্তুকে খাওয়া হারাম কারণ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হিংস্র (ধারলো দাঁত, যা সামনের দাঁতের সাথে থাকে) জন্তুকে এবং নখ দিয়ে শিকারকারী পাখিকে ভক্ষণ করার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

(আবু দাউদ, ৩/৪৯৮, হাদীস: ৩৮০৩)

www.dawateislami.net

সিংহ ও চিতা বাঘের চামড়া

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফেরেশতা ঐ সঙ্গীদের সাথে থাকে না, যাদের মাঝে চিতা বাঘের চামড়া থাকে। (আবু দাউদ, ৪/ ৯৩, হাদীস: ৪১৩০) কতিপয় সম্পদশালী লোকেরা নিজের ঘরে সিংহের চামড়া প্রদর্শনী হিসাবে সাজিয়ে রাখে। এমন ব্যক্তিদের নিজেদের নিয়্যতের উপর চিন্তা করে নেওয়া উচিত। যদি **আল্লাহ** না করুক, তার কারণে নিজেদেরকে বাহ বাহ কিংবা অন্যদের উপর অহংকার করার উদ্দেশ্য হয় তাহলে সত্যিকারের তাওবা করে নিন। চিতা বাঘ ও সিংহের চামড়ায় বসা এই জন্য নিষেধ, তার কারণে অহংকার সৃষ্টি হয়। যেভাবে সিংহ ও চিতা বাঘের নামে প্রভাব রয়েছে কারণ কাউকে সিংহ বললে সে খুশি হয়ে যায় অনুরূপ এর চামড়ারও নিজস্ব এক প্রভাব রয়েছে যেমনকি সিন্দুকে সিংহের চামড়ার টুকরা রেখে দেয়া হয়, তবে উইপোকা ও ক্ষতিকর কীট তার ধারে কাছে পৌছতে পারবে না। সিংহের চামড়া অন্য কোন প্রাণীর উপর রাখা হলে তবে তার লোম ঝরে যাবে। সিংহের আওয়াজ কুমীরের প্রাণের জন্য ভয়ঙ্কর। সিংহের চর্বি যদি হাতে লাগানো হয় তাহলে কোন হিংস্রজন্তু নিকটে আসতে পারবে না।

(হাইয়াতুল হাইওয়ান, ১/২২)

www.dawateislami.net

এই মর্যাদা তো তার গোলামদের

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুরে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রসিদ্ধ খলিফা হযরত শায়খ আলী বিন হায়তী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কারামতের মধ্যে হতে এটাও রয়েছে: যদি কেউ সিংহের আক্রমনের সময় তাঁকে আহবান করে তবে সিংহ সেখান থেকে পলায়ন করবে। (নুযহাতুল খাতির আল ফাতির, ২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সাগ হো মে উবাইদ রযবী গাউস ও রযা কা,
আগে ছে মেরে বাগতে হে শেরে বাঝর ভী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিংহ থেকে নিরাপত্তার দোয়া

হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার নিজের সাথীদের সাথে সফর করছিলেন, তখন রাস্তায় একটি সিংহ বেরিয়ে আসলো তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন: এই দোয়া পাঠ করো:

www.dawateislami.net

اَللّٰهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِيْ لَا تَنَامُ وَاحْفَظْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِيْ لَا يُرَامُ
وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا نَهْلِكَ وَاَنْتَ رَجَاؤُنَا يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ

অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক!** তুমি ঐ দয়ার দৃষ্টি দ্বারা আমাদের হেফাযত করো যেটা উদাসীন নয়, তুমি ঐ আশ্রয়স্থল দ্বারা হেফাযত করো যেটা কখনো বিলুপ্ত হয় না আর আমাদের উপর তোমার খুদরত দ্বারা দয়া করো যেনো আমরা ধ্বংস না হয়, ইয়া **আল্লাহ**! ইয়া **আল্লাহ**! ইয়া **আল্লাহ**! আমাদের আশা তো তোমারই প্রতি। যখন কাফেলার লোকেরা এই দোয়া পাঠ করে তখন সিংহ লেজ উঠিয়ে পালিয়ে গেলো। (আল মুস্তাতরিফ, ২/১৭৯) একজন বুযুর্গ বলেন: আমি প্রত্যেক ভীতিসন্ত্রস্তরকারী বিষয়াবলীর সময় এই দোয়া পাঠ করতাম আর সেটির বরকতই পেতাম। (হায়াতুল হাইওয়ান, ১/১৪)

সিংহকে ভয় করো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিংহ যতই ভয়ঙ্কর ও বিপদজ্জনক হোক না কেন তবে **আল্লাহ পাকেরই** একটি সৃষ্টি যেমনকি শুরু থেকে বলা হয়েছে: সে কেবল ঐ সময় আরোপিত হয়ে থাকে যখন বান্দা **আল্লাহ পাক** ব্যতিত অন্য কারো ভয় অন্তরে রাখে, মুমিন বান্দা যখন কেবল **আল্লাহ** পাকেরই ভয় অন্তরে রাখে তখন তাকে শক্তি ও সাহসীকতা

www.dawateislami.net

দান করা হয় এবং **আল্লাহ পাক** ব্যতিত প্রত্যেকের ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করা হয়। কতিপয় বুযুর্গদের এমন ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে: সিংহ কেবল তাদেরকে ভয় করতো না বরং পালক কুকুরের মতো লেজ নাড়তে নাড়তে তাদের সেবার জন্য পেছনে পেছনে চলতো সুতরাং সিংহকে ভয় করার পরিবর্তে প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তার ভয় নিজের অন্তরে সৃষ্টি করুন তিনি যদি চান তবে সিংহ আক্রমন করার পরিবর্তে অনুসারী সেবকের মতো সেবা করতে থাকবে, যেমনকি প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সফিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার মরুভূমিতে নিজের সৈন্যবাহিনী থেকে পিছনে পড়ে গেলেন, তিনি সৈন্যবাহিনীর সন্ধান করতে করতে আসছিলেন ইতিমধ্যে একটি সিংহ দেখলেন। হযরত সফিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: হে আবুল হারিস (এটা সিংহের উপনাম) আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সেবক সফিনা। আমি এরকম সমস্যার সম্মুখিন হয়েছি। তখনই সিংহ লেজ নাড়তে নাড়তে তার এক পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। (আর সঠিক রাস্তায় চলতে লাগলো) হযরত সফিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোন ধরণের আওয়াজ শুনলে তখন সিংহকে আকড়ে ধরতেন আর সিংহের সাথে চলতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত তিনি ইসলামী সৈন্যবাহিনীর নিকট পৌছে গেলো। এরপর সিংহ পূনরায় ফিরে গেলো।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/৪০০, হাদীস: ৫৯৪৯। দালায়িলুন নবুয়ত, ৬/৪৫)

www.dawateislami.net

সফিনার নাম করণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সফিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে "সফিনা"র উপাধি আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে প্রদান করা হয়েছে। হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একটি সফরে কোন গাজী ক্লান্ত হয়ে গেলেন তখন তার সমস্ত বোঝা তিনি (অর্থাৎ হযরত সফিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) উঠিয়ে নিলেন, নিজের বোঝা ও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আসবাব পত্র ও সেই গাজীর আসবাবপত্র সহ নিয়ে চলতে লাগলো। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি আজকে সফিনা অর্থাৎ নৌকা হয়ে গেলে। তখন থেকে তাঁর উপাধি সফিনা হয়ে গেলো, আর এভাবে আসল নাম হারিয়ে গেলো। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৫/৭৭)**

বিপদের সময় সুসম্পর্ক কাজে আসলো

ইমাম নাজমুউদ্দীন গায্যী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সফিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ এর সাথে সিংহের সংঘটিত ঘটনা দুই কিংবা এর চেয়ে বেশি হয়ে ছিলো প্রতিবার সিংহ তাঁর অনুগত্য হয়ে গেলো এটা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহান কারামত। **(হুসনুত তানাব্বুহা, ১১, ৪৭২)**

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ الله! **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কেরও কি চমৎকার বরকত রয়েছে, হায়! যদি আমাদেরও রাসূলের প্রকৃত গোলামীর নসীব হয়ে যেতো আর আমাদের সম্পর্কও যদি নিরাপদ থাকতো।

তেরী নিসবত নে সানওয়ারা মেরা আন্ধাযে হায়াত
মে আগর তেরা না হোতা সাগে দুনিয়া হোতা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! হযরত সফিনা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সিংহের সংঘটিত ঘটনাতে যেখানে তাঁর সাহস ও বীরত্বের বর্ণনা আছে: তিনি সিংহ দেখে ভয় করতেন না সেখানে রাসূলের গোলামের প্রতি সাহাবায়ে কিরামগণের আক্বিদা ও দৃঢ় বিশ্বাস বুঝা যাচ্ছে যে মতো কঠিন সময়ও হযরত সফিনা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তিনি যে রাসূলের গোলাম সে সম্পর্কটা স্বরণ করলো, সুতরাং যখন কেবল সম্পর্ক স্বরণ করাতে সিংহের ক্ষতি হতে নিরাপদ হতে পারে আর যদি কঠিন সময় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বরণ করে তবে কেমন কেমন সমস্যার সমাধান হবে হযরত সাফিনা নিজেকে হুযুরের গোলাম বললো তো বনের রাজা সিংহ অনুগত্য করতে লাগলো বুঝা গেলো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামকে সিংহও চিনে ও জানে, বরং

www.dawateislami.net

তাদের নির্দেশও পালন করেন। এ কথার ভিত্তিতে একজন পাঞ্জাবী কবি কি সুন্দর বলেছেন:

শের কেহীয়া সফিনা তায়িন সুন রাহী রাহ জান্দে
জু গোলাম রাসূলুল্লাহ দে আসে গোলাম উনহান্দে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামগণের মুহাব্বত অন্তরে বৃদ্ধির জন্য আরেকজন জান্নাতী সাহাবী, মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঘটনা পড়ুন এবং ফারুকে আযমের ভালোবাসায় আন্দলিত হোন।

দুইটি গায়েবী সিংহ

একবার পারস্যের বাদশাহের একজন দূত মদীনা শরীফে এসে লোকদের কাছ থেকে মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলো। সে ভেবেছিলো তিনি কোন প্রসাদে অবস্থান করেন, লোকেরা বললেন: এ সময় হয়তো আমীরুল মুমিনিন মরভূমিতে ছাগলের দুধ দোহন করছেন। সে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গিয়ে পৌঁছলো তখন কি দেখলো! তিনি চামড়ার চাবুক মাথার নিচে রেখে মাঠে আরাম করছেন। দূত তাকে এভাবে মাঠে আরাম করতে

www.dawateislami.net

দেখে বড় আশ্চর্য হলো, সে দূত মনে মনে বললো: পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা তাকে ভয় পায় আর তিনি মাঠে শুয়ে রয়েছেন আর কোন নিরাপত্তা বাহিনীও নেই, **আল্লাহ**র পানাহ! সে অসৎ উদ্দেশ্যে বললো: তাকে শহীদ করা কত সহজ। এ বলে তার অসৎ উদ্দেশ্যে: যখনই সে তরবারী বের করলো সাথে সাথে "দুটি সিংহ" এসে তার দিকে এগিয়ে আসলো। সিংহকে দেখে তার কম্পন শুরু হয়ে গেলো, ভয়ে তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেলো। হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উঠে গেলেন এবং তাকে ভয় পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন: তখন সে পুরো ঘটনা খুলে বললো। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার সাথে অনেক নম্র আচরণ করলেন আর তাকে ক্ষমা করে দিলেন। দূত সে ভালোবাসা ভরা আচরণে অনেক প্রভাবিত হলো আর কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো। **(তাফসিরে কাবির, পারা ১৫, কাহাফ, আয়াতের ব্যখ্যা: ৯, ৭/ ৪৩৩, ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/৬৪৪)**

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

যেমন উপনাম তেমন সাহাবী

হে আশিকানে ফারুকে আযম! রাসূলের ভালোবাসার দাবী করা সহজ কিন্তু সত্যিকারের রাসূলের গোলাম হওয়া অনেক কঠিন আর প্রকৃত সৌভাগ্য হলো এটাই। যার জীবন রাসূলের গোলামীতে অতিবাহিত হয়েছে তার মর্যাদাই অনেক উর্ধ্বে। যেমনকি এখন আপনারা মুসলামনদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহান কারামত লক্ষ্য করলেন। তাঁর উপাধি আবু হাফস আর "হাফস" আরবী ভাষায় সিংহের বাচ্চাকে বলা হয়। (মুনাকিবে আমীরুল মুমিনিন ওমর বিন খাত্তাব, ১৪ পৃষ্ঠা) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও ইসলামের সিংহ এবং তাঁর দ্বারা ইসলামের অনেক উপকার ও সফলতা অর্জিত হয়েছে, এভাবে এই উপাধি তাঁর উপর পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়।

খোদা কে ফযল ছে মে হো গাদা ফারুকে আযম কা,
খোদা উনকা মুহাম্মদ মুস্তফা ফারুকে আযম কা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সিংহ সিজদা করতো

সাহাবিয়ে রাসূল সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام এর জন্য দু'টি সিংহ

www.dawateislami.net

ক্ষুধার্ত অবস্থায়ে রাখা হতো অতঃপর সেগুলো তাঁর দিকে ছেড়ে দেওয়া হতো তখন সেগুলো ক্ষুধার্ত হওয়ার সত্ত্বেও তাকে জিহ্বা দিয়ে চাটতেন এবং তাঁর সামনে সিজদায় পড়তেন। **(মুসান্নিফ ইবনে আবি শুয়াইবা, ৭/৪৪৮, হাদীস: ৯)**

বেহরে শিবলী শেরে হক দুনিয়া কে কুত্তো ছে বাচা,
এক কা রাখ আব্দে ওয়াহিদ বে রিয়া কে ওয়াছতে।

পংক্তির সারাংশ: হে আল্লাহ পাক! আমাকে তোমার সিংহ হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সদকায় দুনিয়ার কুকুর (অর্থাৎ ধন-সম্পদের লোভীদের কাছ) থেকে বাঁচিয়ে রাখো এবং হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী عَلَيْهِ السَّلَام এর উসিলায় আমাকে একদরজার ভিক্ষারী বানিয়ে দাও।

পরিপূর্ণ মুমিনের বৈশিষ্ট্যের সাথে সিংহের তুলনা

(১) যেভাবে সিংহ প্রভাব ও প্রতিপত্তিময় হয়ে থাকে তেমনি পরিপূর্ণ মুমিন "اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّار" এর জীবন্ত তাফসীর হয়ে থাকে আর কাফিররা তার নারায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে ভীত হয়ে যায়। (২) সিংহ অন্য প্রাণীর শিকার কৃত পশু ভক্ষণ করে না আর মুমিন বান্দাও মুসলমানের যবেহকৃত পশুই খেয়ে থাকেন। (৩) সিংহ কুকুরের উচ্ছিষ্ট পানি পান

www.dawateislami.net

করে না আর একজন পরিপূর্ণ মুমিনও নাপাক ও হারাম দ্রব্য পান করে না। আর মানুষের উচিত, সেইও নিজের হাতের উপার্জন আহার করে লোকদের সম্পদের দিকে দৃষ্টি না দেয়া। (৪) সিংহ এতটুকু সাহসি যে তার আওয়াজ শুনে পশুরা পলায়ন করে কিন্তু সে নিজে মুরগির আওয়াজের কারণে পেরেশান হয়ে যায়, অনুরুপভাবে পরিপূর্ণ মুমিনের তাকবীরের ধ্বনির কারণে শয়তান পলায়ন করে কিন্তু মুমিন গরিব ও মযলুমের আহাজারী কে ভয় করে। (৫) সিংহের শরীর গরম থাকে আর পরিপূর্ণ মুমিনের শরীর **আল্লাহ পাকের** ভালোবাসায় গরম (সিক্ত) থাকে। (আজায়িবুল হাইওয়ান, ২২ পৃষ্ঠা, হুসনুত তানবির, ১১/৪৬৫) (৬) যেমনিভাবে সিংহ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ধৈর্যের সাথে কাজ সম্পন্ন করে তেমনিভাবে মুমিন **আল্লাহ পাকের** নামের উপর সন্তুষ্টি হয়ে থাকে এবং ক্ষুধার্ত ও পিপাসা ধৈর্য ধারণ করে সাওয়াব অর্জন করে। (৭) সিংহের গর্জনে **আল্লাহ পাকের** নিকট এটা আরজ করে: আমাকে কোন নেক বান্দার উপর আরোপ করো না তেমনি ভাবে পরিপূর্ণ মুমিন দোয়া করে: **হে আল্লাহ পাক**! আমার পক্ষ থেকে তোমার কোন মাখলুকের উপর যেনো যুলুম না হয়। (৮) বৃদ্ধ সিংহের চিহ্ন হলো; তার দাঁত পড়তে শুরু করে আর **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন সে **আল্লাহ পাকের** দরবারে

www.dawateislami.net

বেশি থেকে বেশি ঝুঁকতে থাকে (অর্থাৎ সিজদা করতে থাকে) কারণ মৃত্যু সন্নিকট এসে গেছে।

মুমিন কো কিউ হো খতরা কাহী পর দিল পর হে কান্দাহ নামে মুহাম্মদ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সর্বাবস্থায় ভীতসন্ত্রস্ত

কোন আলিমে দ্বীন থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আরেফ (অর্থাৎ **আল্লাহ**র পরিচয় লাভকারী ব্যক্তি) সর্বাবস্থায় ভয় রাখার কারণ কি? তখন তিনি বললেন: এই জন্য যে, সে ভালোভাবে জানে যে, **আল্লাহ পাক** বান্দার প্রতিটি অবস্থাতে পাকড়াও করার উপর ক্ষমতা রাখেন। সে জন্য সে আরিফ (অর্থাৎ **আল্লাহ**র পরিচয় লাভকারী) না কোন অবস্থাতে নিশ্চয়তা পায় আর না শান্তি পায়। **(কুতুল কুলুব, ১/৩৯৪)**

আল্লাহ পাকের ভয় কেমন হওয়া উচিত

আল্লাহ পাক হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে অহী প্রেরণ করলেন: হে দাউদ! আমাকে ভয় করো! যেমনিভাবে তুমি কোন ক্ষতি সাধনকারী হিংস্রজন্তুকে ভয় করো। হযরত শায়খ আবু তালিব মাক্কি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হিংস্র প্রাণীকে মানুষ নিজের গুনাহের কারণে ভয় করেনা বরং তার শক্তির কারণে

www.dawateislami.net

ভয় করে কেননা তার চেহারাতে মারাত্মক আতঙ্ক ও ভীতি পাওয়া যায়। (কুতুল কুলুব, ১/৪০২)

আল্লাহর ভয়ের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের প্রতিপালক ইরশাদ করেন: এই বিষয়ের উপযুক্ত আমিই যে, আমাকে ভয় করবে আর যে আমাকে ভয় করবে তবে আমার শান হলো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।

(সুনানে দারেমী, ২/৩৯২, হাদীস: ২৭২৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমার কাছে কি আল্লাহর ভয় রয়েছে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার অন্তরে **আল্লাহ পাকের** ভয় থাকে সে কোন গুনাহের নিকটও যায় না এখন আমাদের দেখা উচিত যে, আমাদের ভিতর কতটুকু ভয় রয়েছে, যে ব্যক্তি **আল্লাহকে** ভয় করে সে কি নামায, রোযা, ও যাকাত আদায় করাতে কোন অলসতা করে? খোদাভীরু ব্যক্তি কি প্রতরাণা করে পণ্য বিক্রয় করতে পারে, হারাম রিযিক উপার্জন করতে পারে, সুদ ও ঘুষের লেনদেন করতে পারে?" সে কি দাঁড়ি মুন্ডানো ও এক মুষ্টি থেকে কম করা উভয় হারাম তো খোদাভীরু ব্যক্তি দাঁড়ি মুন্ডাতে পারবে বা ছাটতে পারে?"

www.dawateislami.net

খোদাভীরু ব্যক্তি কি ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদিতে সিনেমা নাটক, অশ্লীল দৃশ্য দেখতে পারে এবং গান -বাজনা শুনতে পারে? খোদাভীরু ব্যক্তি কি মা-বাবা, ভাই বোন, আত্মীয়দের বরং সাধারণ মুসলামনদের অন্তরে কষ্ট দিতে পারে? খোদাভীরু ব্যক্তি কি গালি-গালাজ, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, ওয়াদা ভঙ্গকারী, কুদৃষ্টি, নির্লজ্জতা, বে পর্দা ইত্যাদি অপরাধ করতে পারে? খোদাভীরু ব্যক্তি কি চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ও হত্যার মতো জঘন্য কাজ করতে পারে?' অনেক গুনাহগার বান্দা এটা দেখে ও চিন্তা করে ছেড়ে দেয় যে, যদি অমুকে দেখলে সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে, অমুক জেনে গেলে তো বড় লজ্জাই পড়ে যাবো। হায়! হায়! হায়! পরম করুনাময়, রহমান ও রহিমের দরবারে আমাদের প্রতিপালক প্রতিটি পদক্ষেপের উপর দৃষ্টি রাখেন, হায়! আমরা যদি অন্তরে তার ভয় নিজের উপর আরোপ করে ও কেবল তারই ভয়ে গুনাহ ছেড়ে দিতাম। গুনাহ থেকে বাঁচতে ও নেকী করার মনমাসিকতা সৃষ্টি করতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রিয় প্রিয় পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং প্রতি মাসে তিন দিন আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর এবং প্রতিদিন পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনার মাধ্যম ৭২টি নেক

www.dawateislami.net

আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে নিজের নিকটতম যিম্মাদারকে জমা করান اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে **আল্লাহ পাকের** ভয় ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত বৃদ্ধি হবে এবং সুন্নাতের উপর আমল করার মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে।

যমানে কা ডর মেরে দিল ছে মিটা কর,
তু কর খাউফ আপনা আতা ইয়া ইলাহী!
তেরে খাউফ ছে তেরে ডর ছে হামেশা,
মে তর তর রাহো কা কাপতা ইয়া ইলাহী!

www.dawateislami.net

আগামী সাপ্তাহের পুস্তিকা

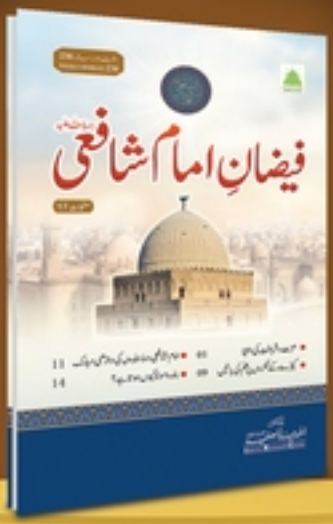

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৭৬

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭১৫৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net